

# ৩৩ শতাংশ শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে স্কুল অনিরাপদ

■ সমকাল প্রতিবেদক

স্কুলগামী ৩৩ শতাংশ শিক্ষার্থীর দৃষ্টিতে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনিরাপদ। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে অশ্লীল ছবি ও লেখা থাকে। স্কুলে নিরাপত্তারক্ষী থাকে না। বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষার্থী, এমনকি বহিরাগতদের দ্বারা তারা নির্যাতিত হয়। আর স্কুলে যাতায়াতের পথে তাদের নানাভাবে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হতে হয়। বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস) পরিচালিত এক জরিপে এ তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'নারী ও কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা নিরসনে নিরাপদ স্কুল ও নিরাপদ সমাজ' শীর্ষক পরামর্শ সভায় মূল প্রবন্ধে জরিপের এ তথ্য তুলে ধরেন বিএনপিএসের সমন্বয়কারী ফয়সাল বিন মজিদ। সংগঠনটির নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীরের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন— মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান, ইউএন ওমেনের বাংলাদেশের প্রতিনিধি ক্রিস্টিন হান্টার, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ স্বপন কুমার ঢালি, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক শাহনওয়াজ দিলরুবা খান এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সদস্য মো. মশিউজ্জামান। এ ছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন শিক্ষাবিদ

## নারী প্রগতি সংঘের জরিপ

অধ্যাপক সালমা আখতার, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক সুফিয়া বেগম, নায়েমের উপপরিচালক রিয়াদ চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের শারীরিক শিক্ষা বিভাগের পরিচালক ফারহানা হক, ইনোভেশন ফর ওয়েলবিয়িং ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মনিরা রহমান, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব মহসীন রেজা, বিএনপিএসের উপপরিচালক শাহনুজ সুমী, রায়েরবাজার স্কুলের শিক্ষার্থী কান্তা মাহজাবীন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা গণতন্ত্র, নারী-পুরুষ সমতা ও মানবাধিকারের অন্তরায়। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা নির্যাতিত হবে— এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রত্যেক স্কুলে কাউন্সিলিং ও নারী শিক্ষার্থীদের আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

ক্রিস্টিন হান্টার বলেন, নারীরা ঘরে-বাইরে যৌন নির্যাতনসহ নানা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নিরাপত্তাহীনতা ও ঝুঁকির কারণে তাদের স্বাভাবিক বিকাশও ব্যাহত হচ্ছে। তিনি যৌন নির্যাতন বন্ধে হাইকোর্টের দেওয়া নির্দেশনা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মেনে চলার আহ্বান জানান।